দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... APR 13 1999 ... পৃঃ ৫ কলাম ৭

137

শিক্ষাঙ্গন

অদৃশ্য শৃঙ্খল ও শিক্ষার্থীদের ভাবনা

খাতুনে জান্নাত কনা

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নব নব আবিষ্কারে মানব জাতির জ্ঞানের উৎকর্ষের পরিচয় মিলছে আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে। ৩য় বিশ্বের দেশগুলোও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তারই প্রমাণ মেলে পাকিস্তান আর ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক আবিষ্কার কম্পিউটার আজ আমাদের হাতের নাগালে। কিন্তু আজও আমরা বাংলাদেশীরা পিছিয়ে আছি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই। 'শিক্ষা ব্যবস্থা' এর মধ্যে অন্যতম। আমাদের এই বাংলাদেশে মেধাশক্তির বিকাশের পথ পুরোপুরি উন্মুক্ত নয় বলেই বিদেশে মেধা পাচার হচ্ছে। যা'ও বা বিকাশ ঘটার সুযোগ ছিল যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই তার দ্বার রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে– উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়নরত অবস্থায় আছে, মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতার জন্য তাদেরকে নির্ভর করতে হচ্ছে অন্য কোন ভাষায় রচিত রেফারেন্স বইগুলোর ওপর। ভাবতে কষ্ট হয়, এই মাতৃভাষার জন্য ১৯৫২ তে আমরা রক্ত দিয়েছি। কোন মানুষই পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়। বৃটিশ বেনিয়াদের শাসন নিপীড়নের কথা নিজ মুখে তারা স্বীকার করে নেবে এটা যেমন আমরা তাদের কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে আশা করতে পারি না, তেমনি ইসলামের ঘোরতর শত্রু খ্রীষ্টান-ইহুদীদের রচিত ইসলামের ইতিহাস নির্ভুল এবং নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে পুরোপুরি উৎরে যাবে এটাও আমরা আশা করতে পারি না। এ কারণে ইসলামের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য মুসলমানদের রচিত ইতিহাস যেমন জানাটা জরুরী, তেমনি বৃটিশ ভারত থেকে পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্পর্কেও জানার জন্য কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ভাষা হলেও এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ইংরেজীতে পারদর্শী নয়। যে কারণে বাংলা, -এর শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যসূচীর জন্য বাংলা ভাষায় রচিত কোন বই পেলে তার পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে খুব সহজেই অবহিত হতে পারে। নইলে সহজপ্রাপ্য কিছু গাইড বই (Guide Book) বা নোট কেনার মাধ্যমে সেগুলো মুখস্থ করে কোন রকমে একটি সার্টিফিকেট বাগিয়ে নিয়ে চাকরির ধান্ধায় ঘোরে। পরবর্তীতে তারা শিক্ষক হয়ে এলে শিক্ষার্থীরা তাদের কাছ থেকে আর বেশী কিছু আশা করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য থাকলেও সেখানে স্বজনপ্রীতিই মেধা যাচাই-এর মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। যে ছাত্রটি শিক্ষকের মন যুগিয়ে চলতে পারবে যত বেশী, তার প্রতি শিক্ষকের দুর্বলতার প্রকাশও ঘটবে তত বেশী। প্রিয় ছাত্রটি তাই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ না করলেও অতি সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বনে যায়। যাই হোক, বলছিলাম পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতার কথা। ডঃ শফিউদ্দীন জোয়ার্দারের 'মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস' বইটি নতুনভাবে প্রকাশিত না হওয়ার কারণে জানতে চাইলে বই-এর দোকানীরা জানালেন তিনি জীবিত নেই, তাই নতুন সংস্করণ বের হয়নি। কি অদ্ভুত যুক্তি! আফগানিস্তানের ইতিহাসের ওপর বাংলা কোন বই-ই পাওয়া যায়নি সম্ভাব্য বই-এর দোকানগুলো ঘুরে দেখেও। ঠিক এই অবস্থা ইসলামের ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও। সুতরাং আমাদের Miller, Adwards Creasy, Luck, Lord eversly, G. Lewis, Fraser Tytler, Sykes প্রমুখ লেখকদের রচিত বইগুলো ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। অথচ, এ সমস্ত লেখকদের রচিত বই-এর অনুবাদ প্রকাশিত হলেও অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উপকৃত হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকমণ্ডলী যদি এ ব্যাপারে সচেতন হতেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা এতে খুবই উপকৃত হত। পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা একাডেমীর সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদেরও এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। ইডেন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের পদটি বহুদিন থেকেই শূন্য। ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা হাসনা হেনা বেগম বর্তমানে L.P.R-এ চলে যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের ভাষায় তার পদটি শূন্য হয়ে গেলে এমএ শেষ বর্ষের বিভাগীয় প্রধানের জন্য নির্ধারিত ক্লাসগুলোও বন্ধ থাকবে। ফলে পাঠ্যসূচী পরীক্ষার পূর্বে সমাপ্ত হওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। আতংকিত শিক্ষার্থীরা ভাবছে, একেতো কিছু কিছু শিক্ষক দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করছেন। কারণ অনার্সে পাঠদানের সময় তাদের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ পরিলক্ষিত হত, এখন আর সেটি হচ্ছে না। অন্যদিকে, নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর অসম্পূর্ণতা থেকে গেলে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফললাভও সম্ভবপর নয়। অধিকাংশ বিভাগের শিক্ষার্থীদেরই একই অভিযোগ। উপযুক্ত শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষের অভাব ইত্যাদির কারণে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে পাঠ গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে না। সেমিনার ও লাইব্রেরীতেও পর্যাপ্ত পরিমাণ বই নেই। কিছুদিন আগে সংঘটিত আন্দোলনের ফলে কি-না, আমাদের জানা নেই। ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটি বৃক্ষশূন্য হবে মেয়েরা একথা কল্পনা করতে পারেনি। কারণ ১টি বা দু'টি নয় ৩০টি গাছ একসাথে কাটার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। মেয়েরা তাই বাধা দিয়েছিল। অপ্রয়োজনীয় বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে– এমন কোন কারণে ১টি বা দু'টি গাছ কাটতে চাইলে সেক্ষেত্রে মেয়েরা নিশ্চয়ই বাধা সৃষ্টি করত না। 'অনাকাঙ্ক্ষিত সুখ' নাটকের জেলখানার কিছু দৃশ্য চিত্রায়িত হল জেবুন্নেসা এবং রাজিয়া হলের সামনের প্রশস্ত উঁচু প্রাচীরে ঘেরা মাঠে। দারোয়ান আর মালিদের রোপণ করা সব্জি বাগানে জেলখানার কয়েদীদের কর্মব্যস্ততাকে ক্যামেরা বন্দী করা হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে একটি কথাই মনে হল– "আমরাও তো বন্দী!" "সূর্যাস্ত আইনের" কঠিন শৃংখলে আমরা বন্দী থাকলেও প্রেক্ষাপটে এখনও এর বিচ্ছিন্ন দেখা যায়। কিন্তু তার চাইতেও কঠিন অদৃশ্য এক শৃংখলে আমরা আবদ্ধ এবং বন্দী সবাই। যে শৃংখল আর প্রাচীর আমাদের প্রতিবাদী হতে উৎসাহিত করে না। সচেতনতা সৃষ্টির পথে যে মূল প্রতিবন্ধকের ভূমিকা পালন করে। আর তাই, আসলে আমাদের অহংকার করার মত কিছুই নেই।